নারী নির্যাতনে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই সমান

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম।।

আজকাল শহর কি গ্রাম, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সব জায়গায় নারীরা শারীরিক, মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে সমানতালে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, নির্যাতনের চিত্র দুটি একই রকম কিন্তু এটির বহিঃপ্রকাশ খুব সহজে হয় অন্যটির প্রকাশ পায় আস্তে আস্তে। নিম্নশ্রেণীর বা অশিক্ষিত লোকের নারী নির্যাতনের ব্যাপারটা প্রকাশিত হয় বেশি, কারণ এদের মধ্যে লোকলজ্জার বিষয়টি তেমন প্রাধান্য পায় না। কিন্তু ভদ্রলোক, তথা কথিত শিক্ষিত লোকদের মধ্যে লোকলজ্জার বিষয়টি এতবেশী যে, তারা নির্যাতনের কাজটি সারে গোপনে আর ঘরের নির্যাতিত বধূটি মুখ বুজে সব সহ্য করে যায় নীরবে নিভৃতে। আমার বিল্ডিংয়ের সামনেই ছোট একটা বস্তি রয়েছে প্রায়ই সেখানে স্ত্রী নির্যাতনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। বিষয়টি এতই সাধারণ হয়ে গেছে যে, সপ্তাহে ২/৩ বার কারও না কারও ঘরে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। মারামারির এক পর্যায় ঘরের ঘটনা আর ঘরে থাকে না বের হয়ে আসে রাস্তায়। আমরা উপরের তলায় বসে ভদ্রতার মুখোশ পরে কেবল মুখে বুলি ফুটাই, ‘ছিঃ এদের একদম মান সম্মান নেই।’

অথচ একদিন হঠাৎ শুনি, আমার পাশের ফ্ল্যাটের বধূটি কাঁদছে চাপা স্বরে। তারপর বেধড়ক মারধরের আওয়াজ। আমি হতবাক হয়ে শুনলাম। এখন দেখছি এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। পরে শুনলাম বধূটি স্বামীর এ ধরনের নির্যাতনের শিকার প্রায় ৫ বছর ধরে। মেয়েটি এত শিক্ষিত নয় যে, বের হয়ে গিয়ে কিছু করে খাবে। আর আমরা এমন একটা সমাজে বাস করছি যেখানে একা একটা মেয়ে ইচ্ছে করলেই হঠাৎ করে ঘর থেকে বের হয়ে কিছু করার মতো পরিস্থিতি নেই। অপর দিকে সংসারে মা নেই, বাবার ঘরে দ্বিতীয় স্ত্রীর দুই সন্তানসহ নিজের দু’জন বিবাহ যোগ্য বোনের ওপর নিজেকে আর বোঝা বানাতে চাইছে না বলে এত সব নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছে নীরবে।

বস্তির সেই নারীতে আর ইমারতে বসবাস করা এ নারীতে পার্থক্য কোথায়? আর শিক্ষিত-অশিক্ষিতের যে মানদণ্ড তা ঠিক থাকল কোথায়? দু’জনে সমান অপরাধে অপরাধী। তাহলে শিক্ষা আমাদের কি দেয়? যে শিক্ষা আমাদের চরিত্রগত কোন উন্নয়ন সাধিত করতে পারে না সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লাভ কি? আর ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে নিজের কুৎসিত চেহারাটা ঢেকে রাখার প্রাণান্তর চেষ্টাইবা কেন?

অনেকে বলে, মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়ালে তারা এসব নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবে। এ কথাটিও আসলে কতটা যুক্তিযুক্ত। আমি এমন সংসার দেখেছি যেখানে একজন স্ত্রী সরকারি চাকুরে, স্বামীও সরকারি চাকুরে। মাস গেলে স্বামী স্ত্রীর বেতনের পুরো টাকাটা নিজের পকেটে পুরে ফেলে। কিছু বললে শুরু হয় ঝগড়া এক পর্যায়ে শারীরিক নির্যাতন। প্রতিমাসে তাই স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করার জন্য স্বামীর হাতে তুলে দেয় বেতনের সবটাই তার সারামাসের কামাই। শুধু তাই নয়, স্ত্রী চাকরি করা ঠিকাছে কিন্তু পুরুষ কলিগদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। নাচতে নেমে মাথায় ঘোমটা দেয়ার মতো অবস্থা। আবার এমন চিত্রও সমাজে আছে, স্বামী মাসের শেষে বেতনের পুরো টাকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। এই

টাকা দিয়ে তাকে পুরো সংসার চালাতে হবে। সীমিত টাকা দিয়ে পুরো সংসারের বোঝাটি টানতে টানতে স্ত্রীর অবস্থা কাহিল। এটাও এক ধরনের মানসিক নির্যাতন।
শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের পরে আরও একটি নির্যাতন রয়েছে যার থেকে বাদ পড়ে না বেশির ভাগ বিবাহিত নারীই। তা হলো যৌন নির্যাতন। নারীকে যৌন নির্যাতন করা অনেক পুরুষের কাছে খেলার মতো। তারা বিষয়টিকে পৌরুষত্বের জয় বলে মনে করে। এক পরিসংখানে দেখা গেছে, শহরে শতকরা ৩৭ ভাগ এবং গ্রামে ৫০ ভাগ নারী স্বামীদের যৌন নির্যাতনের শিকার। শারীরিকভাবে নির্যাতিত গ্রামের শতকরা ৫২ ভাগ এবং শহরে শতকরা ৪৯ ভাগ নারী স্বামীর হাতে ধাক্কা, ঘুসি বা অন্য কিছু দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে জখম হয়। কেটে যাওয়া, কালসিটে পড়া, কোমর থেকে আরম্ভ করে কোন অঙ্গ ভেঙে যাওয়া, দাঁত ভেঙে যাওয়া এবং পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত জখম হয় নারীরা। (সুত্র দৈনিক আমার দেশ) এ ধরনের বহু কেস আমার কাছে আসে।
আমি মনে করি এগুলো সবই পুরুষের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। একজন পুরুষ নারীকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করছে তা হলো বড় কথা। নারী কোন সম্পত্তি বা কোন শস্য ক্ষেত্র নয় সেখানে যা খুশি তা করা যাবে বা যেমন খুশি তেমন ফসল ফলান যাবে। আজকাল নারী ক্ষমতায়ন বা নারী স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। আসলে কি বাস্তবে নারীরা এর দ্বারা নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে? নারী স্বাধীনতার কথা বলাতে নারী নির্যাতনের বিষয়টি যেন বেড়ে যাচ্ছে, আগে বাসে উঠলে পুরুষ আসন ছেড়ে ওঠে গিয়ে নারীকে বসতে দিত। অথচ এখন আরও চেপে বসে। সরে দাঁড়াতে বা বসতে বললে, মুখ ভেংচি কেটে বলে, কেন নারী-পুরুষ দু'জন সমান অধিকার।
আসলে নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা দুটি বিষয় এখনও সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে সংঘর্ষ বাড়ছে। বাড়ছে নির্যাতনের মাত্রা ও তা শারীরিক, মানবিক, যৌন যেভাবেই হোক না কেন, বিষয়টি এখন স্পষ্টতার সময় এসেছে। বড় বড় সভা, সেমিনার করে কেবল নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা বলে চিৎকার না করে বিষয়টি কি তা সর্ব সাধারণের সামনে তুলে ধরা উচিত। নারী নির্যাতনে উভয়ের ভুমিকা কি, কেন নির্যাতন হচ্ছে নারীরা এ বিষয়গুলো আগে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সমাধানের বিষয়টি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কি গ্রাম কি শহর শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সব জায়গাই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার সময় এখন।

লেখক ঃ পরিচালক, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা।

.সংবাদ অনলাইন, **রবিবার । সেপ্টম্বর ২৪, ২০০৬**